সপ্তম অধ্যায়
শিশু বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ

বিষয়-সংক্ষেপ

জন্ম থেকে শুরব করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ৰেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয়। এ সময়ে দ্রবত গতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায়, সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও স্বাস্থ্যবান হয়। তার সামাজিক দৰতা, ভাষার দৰতা, সৃজনশীল, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর হতে সাহায্য করে। তাই সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুকে মনের মতো ছাঁচে গড়ে তুলতে এবং শিশুর সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য আমাদের সবার শিশু পরিচালনানীতি জানা জরবরি।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. অক্সিটোসিন কী?
ক কোষ ● হরমোন
গ এন্টিবডি ঘ শিশুর প্রথম মল

২. বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা–
i. স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না
ii. ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে
iii. স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চায়না যৌথ পরিবারের গৃহিণী। সংসারের বেশির ভাগ কাজ তাকেই সামলাতে হয়। কাজ শেষে তিনি প্রায়ই দেখতে পান তার সাত মাস বয়সী শিশুটি ভেজা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

৩. চায়নার সন্তানের মাঝে কীরূ প অনুভূতির সৃষ্টি হবে?
ক সন্তুষ্টি
● অনাস্থা
গ সহানুভূতি
ঘ নিরাপত্তাবোধ

৪. পরবর্তী সময়ে চায়নার শিশুটি–
i. প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হবে
ii. হতাশাগ্রস্তভাবে বেড়ে উঠবে
iii. আচরণগত সমস্যায় ভুগবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : মা-বাবার সাথে শিশুর বন্ধন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৫. শিশুর জন্মের কত সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ বিকাশের মূলভিত্তি রচিত হয়? (জ্ঞান)
[জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল কলেজ, মৌলভীবাজার]
● প্রথম পাঁচ বছর খ প্রথম ছয় বছর
গ প্রথম সাত বছর ঘ প্রথম আট বছর

৬. শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ৰেত্রে দ্রবত গতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি আর কোন পরিবর্তন ঘটতে থাকে? (জ্ঞান)
ক মানসিক ● আচরণগত
গ সামাজিক ঘ নৈতিক

৭. শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে কোনটি বেশি গুরবত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)
ক পরিমাণমতো খাবার খাওয়ানো ● খেলা ও ভাব বিনিময় করা
গ সামাজিক রীতি শিৰা দেওয়া ঘ যে কোনো চাওয়া দ্রবত পূরণ করা

৮. শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ৰেত্রে প্রথম ও সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে? (জ্ঞান)
ক বাবা ● মা
গ নানি ঘ দাদি

৯. শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক নবজাতককে মায়ের বুকে রাখলে
● শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরব করলে
গ শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমালে
ঘ শিশুর কান্নায় দ্রবত সাড়া দিলে

১০. শিশু জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে কোন কাজটি করা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা? (জ্ঞান)
ক গোসল করানো খ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
● মায়ের দুধ খাওয়ানো ঘ মধু খাওয়ানো

১১. শিশু জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে কোন কাজটি করা উচিত? (অনুধাবন)
[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক গোসল করানো খ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা
● মায়ের দুধ খাওয়ানো ঘ মধু খাওয়ানো

১২. জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য কোথায় রাখা হয়? (জ্ঞান)
ক ইনকিউবেটরে খ কম্বলের নিচে
● মায়ের বুকে ঘ মায়ের পাশে

১৩. শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে কোনটি দেওয়া উচিত? (অনুধাবন)
ক গরবর দুধ খ পানি
● শালদুধ ঘ মধু

১৪. কোনটি শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান)

[শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল]

ক মধু ● শালদুধ
গ গরুর দুধ ঘ কোটার গুঁড়া দুধ

১৫. শিশু জন্মের প্রথম কতদিন শালদুধ অল্পমাত্রায় আসে? (জ্ঞান)

ক ৪ ● ৫
গ ৬ ঘ ৭

১৬. শিশুর মিকোনিয়াম কী? (জ্ঞান)

[বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

ক টিকা খ ভ্যাকসিন
● প্রথম মল ঘ হরমোন

১৭. শালদুধ মিকোনিয়াম পরিষ্কারের মাধ্যমে কোন রোগের জীবাণু শরীর থেকে বের হতে সাহায্য করে? (জ্ঞান)

● জন্ডিস খ টাইফয়েড
গ নিউমোনিয়া ঘ ম্যালেরিয়া

১৮. শিশু মায়ের স্তন মুখে নিলে এবং চুষলে মা অবসাদমুক্ত বোধ করেন। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক মা ও শিশুর বন্ধন সৃষ্টি হয়
খ মায়ের প্রতি শিশুর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়
● মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়
ঘ শিশুর সুস্থতা মায়ের মনের দুশ্চিন্তা দূর করে

১৯. শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দিতে হয় কত মাস বয়স থেকে? (জ্ঞান)

● ছয় খ পাঁচ
গ চার ঘ তিন

২০. মায়ের স্তন্যদানের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? (জ্ঞান)

ক দাদির খ নানির
● বাবার ঘ বোনের

২১. অতি শৈশবে শিশুরা সাধারণত কয়টি কারণে কাঁদে? (জ্ঞান)

[এ কে উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা; দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মৌলভীবাজার]

● ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২২. মা–বাবার প্রতি শিশুর বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে ওঠে কোন ক্ষেত্রে? (অনুধাবন)

ক শিশুকে তার পছন্দের খাবার দিলে
● শিশুর কান্নায় দ্রুত সাড়া দিলে
গ শিশুর সব কাজে সমর্থন দিলে
ঘ শিশুকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেলে

২৩. বিছানায় যাওয়ার আগে শিশু মা–বাবাকে কাছে পেতে চায় কেন? (অনুধাবন)

ক আনন্দ লাভের জন্য ● নিরাপত্তা লাভের জন্য
গ ভয় দূর করার জন্য ঘ মায়ের কাছে গল্প শোনার জন্য

২৪. রিয়ার বয়স তিন বছর। রাতে কার উপস্থিতি তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবে? (প্রয়োগ)

ক নানা–নানির খ দাদা–দাদির
গ ভাই–বোনের ● মা–বাবার

২৫. শিশুরা সারাদিনের কর্মকান্ড কখন বলতে পছন্দ করে? (জ্ঞান)

ক সকালে খ দুপুরে
গ বিকালে ● ঘুমানোর আগে

২৬. পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নিলে কী হয়? (অনুধাবন)

ক শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটে
খ মা–বাবার প্রতি শিশুর আস্থা বাড়ে
● শিশুর নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে
ঘ শিশুর শরীর বৃত্তীয় কাজে মায়ের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ে

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর --------- //

২৭. জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর– (অনুধাবন)

i. পূর্ণবিকাশের মূলভিত্তি রচিত হয়
ii. দ্রুত গতিতে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে
iii. আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮. যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে অন্যদের চেয়ে বেশি– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সামাজিক হয়
ii. বুদ্ধিমান হয়
iii. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও ii ● i, ii ও iii

২৯. শিমুল জন্মের পর থেকেই তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পেয়েছে। এর ফলে তার মধ্যে বিকাশ ঘটেছে– (প্রয়োগ)

i. সামাজিক দক্ষতার
ii. ভাষার দক্ষতার
iii. সৃজনশীলতার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০. শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো– (অনুধাবন)

i. পরিচর্যা
ii. বুকের দুধ খাওয়ানো
iii. আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদক্ষেপ হলো– (অনুধাবন)

i. জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দেওয়া
ii. শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো
iii. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য– (অনুধাবন)

i. মায়ের বুকে রাখা হয়
ii. মায়ের কাপড়ে পেচিয়ে রাখা হয়
iii. মায়ের পেটে রাখা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা রচিত হয়
ii. শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়
iii. শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪. মায়ের অক্সিটোসিন হরমোন নির্গত হওয়ার ফলে– (অনুধাবন)

i. মায়ের মেজাজ খিটখিটে হয়

ii. শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন দৃঢ় হয়
iii. মা শান্ত ও অবসাদমুক্ত বোধ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শালদুধ এন্টিবডি সমৃদ্ধ
ii. শালদুধ প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ
iii. শালদুধ অক্সিটোসিন নামক হরমোন সমৃদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬. শিশু জন্মের পর সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাবার ভূমিকা হলো– (অনুধাবন)
i. মায়ের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা
ii. মাকে গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করা
iii. স্তনদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৭. ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা কান্না দিয়ে প্রকাশ করে– (অনুধাবন)
i. চাহিদা
ii. অসুবিধা
iii. ভালোবাসা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. শিশু অতি শৈশবে কাঁদে– (অনুধাবন)
[এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. ক্ষুধা লাগলে
ii. কোলে ওঠার জন্য
iii. শারীরিক অসুবিধায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. বাবা–মায়ের আদর, স্নেহ, ভালোবাসার অভাবে একটি শিশুর মধ্যে জন্ম নেয়– (অনুধাবন)
i. হতাশা
ii. নিরাপত্তাহীনতা
iii. পরিবেশ সম্পর্কে অনাস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪০. প্রথম কয়েক বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমালে– (অনুধাবন)
i. মা শিশুর চাহিদা বুঝতে পারে
ii. দুধ খাওয়ানো সহজ হয়
iii. শিশুর ঘুম ভালো হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. রোহানের বাবা ছেলের যত্নে সাহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এতে রোহানের – (প্রয়োগ)
i. মায়ের প্রতি আসক্তি কমবে
ii. মায়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে
iii. বাবার সাথে আসক্তি তৈরি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মা–বাবার যা করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শিশুর সাথে খেলা করা
ii. শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া
iii. পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দিলে– (অনুধাবন)
i. তার সামাজিক বিকাশ ঘটে
ii. তার বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে
iii. তার নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৪. মৃদুলা তার ৩ বছর বয়সী মেয়ে মৌরীর সাথে বন্ধন দৃঢ় করতে চায় এজন্য মেয়েকে সে– (প্রয়োগ)
i. বেশি সময় দেয়
ii. শারীরিক স্পর্শ দেয়
iii. প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিমির বয়স এখন ১ মাস। জন্মের পর রিমির মা রিমিকে প্রথমে যে খাবারটি দিয়েছিলেন তাতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা হয়েছে। উক্ত খাবারটি বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে শিশুকে সুস্থ রাখে।

৪৫. রিমির মা রিমিকে কোন খাবারটি প্রথম খাইয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
ক ছাগলের দুধ ● শালদুধ
গ মধু ঘ চিনির শরবত

৪৬. উক্ত খাবারটি দ্বারা রিমির জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা হওয়ার কারণ হলো খাবারটি– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানসিকতার উন্নতি করে
ii. পরিপাচক অন্ত্রসমূহ উদ্দীপিত করে
iii. জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু নির্গত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ–২ ও ৩: শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

৪৭. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা কার অন্যতম কাজ? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রের খ সমাজের
গ সংগঠনের ● পরিবারের

৪৮. কোন বয়সের মধ্যে শিশুরা বাবা–মায়ের মনোযোগ পাওয়ার চেষ্টা করে? (জ্ঞান) [বি কে জি সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ক ৩/৪ মাস খ ৫/৭ মাস

● ৭/৮ মাস ⓘ ৯/১০ মাস

৪৯. কত মাসের মধ্যে শিশুরা মা–বাবার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে? (জ্ঞান)
ⓚ ৪ ⓚ ৫
ⓖ ৬ ● ৭/৮

৫০. শিশুকে কোলে নিলে সে তার মায়ের মুখে হাত দেয়। এটি কিসের পরিচায়ক? (উচ্চতর দক্ষতা)
● খুশির ⓚ কান্নার
ⓖ ভয় ⓘ আত্ম প্রশান্তি

৫১. কখন থেকে শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে? (জ্ঞান)
● জন্মগ্রহণের পরপরই ⓚ ৩/৪ মাস বয়সে
ⓖ ৪/৫ মাস বয়সে ⓘ ৬/৭ মাস বয়সে

৫২. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে বাবা শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। এর যথার্থতা নিরূপণে কী বলা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বাবা শিশুর প্রকৃত বন্ধু
● বাবা পর্যাপ্ত সময় দিলে শিশুর আচরণগত সমস্যা কম হয়
ⓖ মায়ের তুলনায় পিতা সন্তানের আবেগ বেশি উপলব্ধি করে
ⓘ বাবার কোমল হাসি, স্পর্শ শিশুর ভিতর গভীর প্রভাব ফেলে

৫৩. শিশুর লালন পালনে কার অংশগ্রহণের ফলে শিশুদের অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধ করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ দাদার ⓚ চাচার
● বাবার ⓘ মায়ের

৫৪. শিশু প্রতিপালনে মা–বাবার মনোযোগ না থাকার কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ সময়ের অভাব ● সুসম্পর্কের অভাব
ⓖ জ্ঞানের অভাব ⓘ অভিজ্ঞতার অভাব

৫৫. নিচের কোনটি শিশুর আত্মধারণাকে বিঘ্নিত করে? (অনুধাবন)
[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ বন্ধু দলের শিথিল সম্পর্ক
● ভাই–বোনের পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক
ⓖ প্রতিবেশীদের শিথিল সম্পর্ক
ⓘ আত্মীয়স্বজনের শিথিল সম্পর্ক

৫৬. ভাই–বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়ের সাহচর্যে শিশুর মন কেমন হয়? (অনুধাবন)
ⓚ দুঃখময় ● আনন্দময়
ⓖ ভালোবাসাপূর্ণ ⓘ সৌহার্দপূর্ণ

৫৭. কাকে অনুসরণ করে শিশু ভালো–মন্দ আচরণ শিখে? (জ্ঞান)
ⓚ বাবা ⓚ মা
● বড় ভাই বোন ⓘ বন্ধু বান্ধব

৫৮. শিশুর প্রথম বছরগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ শিশুকে সঠিক নিয়মে গোসল করানো
ⓚ শিশুর ঘুমের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি
● শিশুর সাথে পরিবারের সকলের ভাষা বিনিময়
ⓘ শিশুকে হাঁটাতে শেখানো

৫৯. শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো কোথায় পূরণ হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বিদ্যালয়ে ● পরিবারে
ⓖ খেলার মাঠে ⓘ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে

৬০. পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে শিশুর জীবনের কোনটি ঘটে? (অনুধাবন)
ⓚ স্বাভাবিক বর্ধন বিঘ্নিত হয় ⓚ স্বাভাবিক বর্ধন ত্বরান্বিত হয়
● স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয় ⓘ স্বাভাবিক বিকাশ থেমে যায়

৬১. বাবার মৃত্যুতে পরিবারের বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ কী? (অনুধাবন)
● পরিবারের আর্থিক সংকট প্রকট হয়
ⓚ পরিবারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
ⓖ পরিবারের অন্যদের দ্বারা হেয় হতে হয়
ⓘ পরিবার থেকে সহায়তা পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়

৬২. পরিবারে কার মৃত্যুতে শিশুর যত্ন ও পরিচর্যায় অবহেলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ বাবার ⓚ দাদির
ⓖ নানির ● মায়ের

৬৩. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা ছোট থাকাবস্থায় পরিবারের ভাঙন বেশি হয়। এর যথার্থতা নিরূপণে কী বলা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ছোট শিশু পরিবারের ভাঙন রোধে অপারগ
ⓚ ছোট শিশুর ওপর এর প্রভাব কম পড়ে
● সন্তান ছোট থাকায় স্বামী–স্ত্রী তাদের বিচ্ছেদের চিন্তা ভাবনা সহজেই করতে পারে
ⓘ সন্তান ছোট থাকলে বিচ্ছেদ পরবর্তী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সহজ

৬৪. পরিবারের ভাঙন একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? (অনুধাবন)
[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ তারা আত্মবিশ্বাসী হয় ⓚ তারা আক্রমণাত্মক হয়
● তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে ⓘ তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়

৬৫. পারিবারিক বিপর্যয়ে কীভাবে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যাবে? (অনুধাবন)
● পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হলে
ⓚ কর্তা ব্যক্তির একক সিদ্ধান্তে
ⓖ আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা
ⓘ সন্তানদের সিদ্ধান্তে

৬৬. পারিবারিক বিপর্যয়ের প্রধান সমস্যা কোনটি? (জ্ঞান)
● আর্থিক সংকট ⓚ ভালোবাসা
ⓖ বিশ্বাস ⓘ অসুস্থতা

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর----------//

৬৭. ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশু সম্পর্ক তৈরি করে– (অনুধাবন)
i. মা–বাবার সাথে
ii. যত্নকারীর সাথে
iii. আত্মীয়স্বজনের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৮. মায়ের কোলে শিশু তার খুশি প্রকাশ করে– (অনুধাবন)
i. মায়ের মুখে হাত দিয়ে
ii. মায়ের গালে আঁচড় কেটে
iii. মায়ের চুল নাড়াচাড়া করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৯. ঝিমির সাথে তার মেয়ের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। এরূপ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে ঝিমির– (প্রয়োগ)
i. হাসি
ii. ভালোবাসা
iii. কোমল স্পর্শ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭০. শিশু লালন–পালনে মায়ের চেয়ে বাবার অংশগ্রহণ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে– (অনুধাবন)
i. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে
ii. শিশুর সামাজিক বিকাশে
iii. শিশুর আবেগীয় বিকাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii

ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭১. শিশুর লালন–পালনে বাবার স্নেহপূর্ণ অংশগ্রহণ– (অনুধাবন)
i. শিশুর আচরণগত সমস্যা সৃষ্টি করে
ii. শিশুর মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সহায়তা করে
iii. শিশুর অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭২. মা–বাবার মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব থাকলে– (অনুধাবন)
i. শিশুর বিকাশ ৰতিগ্রস্ত হয়
ii. শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদবোধ করে
iii. শিশুর প্রতিপালনে তাদের মনোযোগ থাকে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭৩. নীলার বয়স ১ বছর। তার মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. পর্যাপ্ত ভালোবাসা
ii. পর্যাপ্ত মনোযোগ
iii. পর্যাপ্ত উদ্দীপনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৪. ভাই–বোনের সান্নিধ্যে শিশুরা– (অনুধাবন)
i. নিরাপত্তা পায়
ii. বিরক্ত বোধ করে
iii. দলগতভাবে মেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭৫. পরিবারের ভাই–বোনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে– (অনুধাবন)
i. শিশুর আত্মধারণা বিঘ্নিত হয়
ii. শিশু ভালো আচরণ শেখে
iii. শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭৬. বড় ভাই–বোনের যেসব আচরণ শিশু বিকাশে সহায়তা করে– (অনুধাবন)
i. ঈর্ষা করা
ii. পরস্পরকে সাহায্য করা
iii. সবাই মিলেমিশে থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
● ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭৭. মোহনারা তিন ভাইবোন এবং সে সবার ছোট। বড় ভাইবোনের যেসব আচরণ মোহনার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করবে– (প্রয়োগ)
i. অবহেলা
ii. নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা
iii. কোনো জিনিস ভাগাভাগি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭৮. শিমুলের বয়স ১০ বছর এবং তার ছোট বোন শিখার বয়স ৬ বছর। শিমুলের যে আচরণগুলো শিখার বিকাশে সহায়তা করবে– (প্রয়োগ)
i. পরস্পরকে সাহায্য করা
ii. সকলে মিলেমিশে থাকা
iii. ছোট ভাই–বোনের যত্নে সহযোগিতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৯. শিশুর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. তার কথা শোনা
ii. তার সাথে খেলা করা
iii. তাকে সব সময় শাসন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮০. শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে তার চারপাশের মানুষের সঙ্গে– (অনুধাবন)
i. ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে
ii. প্রতিযোগী সম্পর্কের মাধ্যমে
iii. পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮১. পারিবারিক বিপর্যয় হতে পারে– (অনুধাবন)
i. পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায়
ii. মা–বাবার বিবাহ বিচ্ছেদে
iii. মা অথবা বাবার মৃত্যুতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii
ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

৮২. বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। এর যৌক্তিকতা নিরূপণে বলা যায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিভিন্ন বয়সী শিশুদের ভরণ–পোষণ কঠিন হয়ে পড়ে
ii. লেখা–পড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে
iii. যত্ন পরিচর্যায় অবহেলা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৩. মায়ের মৃত্যুতে সন্তানেরা দিশেহারা হয় কারণ– (অনুধাবন)
i. তাদের যত্ন পরিচর্যায় অবহেলা হয়
ii. লেখাপড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়
iii. মায়ের কোমল ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৪. শিমুলের মা অনেকদিন ধরেই অসুস্থতায় ভুগছেন। এজন্য শিমুল সারাৰণ– (প্রয়োগ)
i. হতাশাগ্রস্ত থাকে
ii. লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে
iii. মাকে হারানোর ভয়ে ভীত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮৫. পারিবারিক ভাঙনের কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. স্বামী–স্ত্রীর মতের অমিল

ii. পরস্পরের সমঝোতার অভাব
iii. বাবা অথবা মায়ের দ্বিতীয় বিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৬. পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত, খাবারে অনীহা ইত্যাদি হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্তি
ii. শারীরিকভাবে কষ্ট পাওয়া
iii. শিশুর বিকাশে বাধার সৃষ্টি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. বাবার অসুস্থতার কারণে রাহেলাদের পরিবারে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট দূর করতে রাহেলা– (প্রয়োগ)
i. অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমাবে
ii. আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করবে
iii. পারিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৮. পারিবারিক বিপর্যয়ে ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণে কিশোর বয়সী সন্তানদের ভূমিকা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ছোট ভাই বোনের পরিচর্যা করা
ii. তাদের পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা
iii. পরস্পরের সাথে দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ● i, ii ও iii

৮৯. পারিবারিক বিপর্যয়ে কিশোর বয়সের সন্তানের কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. মানসিক চাপ মুক্ত থাকা
ii. পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খোঁজা
iii. ভবিষ্যতে পেশার জন্যে প্রস্তুত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিকুর বাবা ছুটির দিনগুলোতে তাদের দু'ভাই বোনকে নিয়ে বেড়াতে যান। তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। মায়ের পাশাপাশি তাদের যত্ন ও লালন পালনে অংশ নেন।

৯০. জিকুর বাবার যত্নের ফলে তাদের মধ্যে কোন ধরনের সমস্যা কম দেখা যাবে? (প্রয়োগ)
ক শারীরিক ● আচরণগত
গ লেখাপড়ার ঘ মানসিক

৯১. সন্তান লালন–পালনে জিকুর বাবার অংশগ্রহণ জিকুর যেসব কাজ প্রতিরোধ করবে তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মাদকাসক্তি
ii. পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা
iii. অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ–৪ : শিশু পরিচালনার নীতি

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------- //

৯২. একটি শিশুকে কিসের মাধ্যমে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায়? (অনুধাবন)
[অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক সুষম খাদ্য খ কঠোর শাসন
● সুষ্ঠু পরিচালনা ঘ বিলাসিতা

৯৩. শিশু পরিচালনার নীতি কয়টি? (জ্ঞান)
ক পাঁচ খ ছয়
● সাত ঘ আট

৯৪. শিশুর সামনে কী ধরনের আচরণ উপস্থাপন করা দরকার? (জ্ঞান)
ক রূঢ় আচরণ খ অযৌক্তিক আচরণ
● ভালো আচরণ ঘ অবহেলাপূর্ণ আচরণ

৯৫. আরিফা বেগম তার সন্তানদের ভালো আচরণ শেখাতে চান। এ উদ্দেশ্য পূরণে তিনি কী করেন? (প্রয়োগ)
● নিজে ভালো আচরণে অভ্যস্ত হবেন
খ সন্তানদের ভালো পরামর্শ দিবেন
গ সন্তানদের ভালো আচরণ করতে জোর করবেন
ঘ সন্তানদের আদর্শ মানবের আচরণ পড়ে শোনাবেন

৯৬. শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় কোনটি? (জ্ঞান)
[এসএসসি স. বো. '১৫]
● স্নেহ খ ধৈর্য্য
গ প্রশংসা ঘ পরিশ্রম

৯৭. শিশুর ভালো কাজের প্রশংসা করতে হবে। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● এতে শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে
খ শিশুর মানসিক বিকাশ দ্রুত হয়
গ শিশুর নতুন কিছু উদ্ভাবনের মাত্রা বেড়ে যায়
ঘ শিশুর সাথে ভাব বিনিময় সহজ হয়

৯৮. শিশুর ভালো কাজে প্রশংসা করলে কোনটি ঘটে? (অনুধাবন)
ক সে পুরস্কার দাবি করে
খ সে নিজেকে বড় মনে করে
গ সে উক্ত কাজগুলো থেকে বিরত থাকে
● সে উক্ত কাজগুলো বারবার করে

৯৯. শিশু পরিচালনায় অন্যতম নীতি হলো শিশুকে শাস্তি না দেওয়া। কথাটির তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● শাস্তি দিলে শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে
খ শাস্তি দিলে শিশু লাজুক হয়ে বেড়ে ওঠে
গ শিশুর জন্য সকল ধরনের শাস্তি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে
ঘ শাস্তি দিলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারায়

১০০. শিশু–পরিচালনা নীতি অনুযায়ী শাস্তি কত ধরনের হয়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১০১. মিসেস শিরিন তার সন্তানের কিছু আচরণ সংশোধন করতে চান। এজন্য তিনি কী করবেন? (প্রয়োগ)
● নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করবেন
খ শাস্তির মাধ্যমে সংশোধন করবেন
গ তিরস্কারের মাধ্যমে সংশোধন করবেন
ঘ আদর্শ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সংশোধন করবেন

১০২. শিশুর জন্য হ্যাঁ বলার অর্থ কী? (অনুধাবন)
ক শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া
খ শিশু যা চায় তা দেওয়া
গ শিশুকে সব সময় আদর করা
● শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা

১০৩. 'তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না'– এ কথাটির পরিবর্তে শিশুর জন্য কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক তুমি কিছুই পার না খ তুমি পরিশ্রমী না
গ তুমি আর কাজটি কর না ● চেষ্টা করলেই তুমি পারবে

১০৪. জোরে ও কর্কশ স্বরে কথা বললে শিশুর কী প্রতিক্রিয়া হয়? (অনুধাবন)
[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক বিরক্ত হয় খ রেগে যায়
● ভয় পায় ঘ অসুস্থ হয়ে যায়

১০৫. শিশু পরিচালনার অন্যতম দিক কোনটি? (অনুধাবন)
ক শিশুকে অনেক খেলনা দেওয়া
● শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া
গ শিশুর সাথে অনেক কথা বলা
ঘ শিশুকে চোখে চোখে রাখা

১০৬. শায়লা বানুর ছোট মেয়ে শেলীর বয়স তিন বছর। তিনি তার মেয়ের জন্য গৃহে কী ধরনের খেলার স্থান ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন? (প্রয়োগ)
ক দামি খ ভঙ্গুর
গ হালকা রঙের ● নিরাপদ

১০৭. Three A's for happiness বলতে শিশুর কোন চাহিদাকে বোঝায়? (অনুধাবন) [বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক শারীরিক খ সামাজিক
● মনস্তাত্ত্বিক ঘ অর্থনৈতিক

১০৮. শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাকে বাংলায় কয়টি 'স' দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (জ্ঞান)
[এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক দুই ● তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১০৯. প্রত্যেক শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা কয়টি? (জ্ঞান)
[সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ২ ● ৩
গ ৪ ঘ ৫

১১০. শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি অর্থ কী? (অনুধাবন)
● শিশু যেভাবে আছে তাকে সেভাবে গ্রহণ করা
খ শিশুর সব কথা মেনে নেওয়া
গ শিশুকে বেশি সময় দেওয়া
ঘ শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া

১১১. শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছু আদরের সাথে হলে কী হয়? (অনুধাবন)
ক শিশু শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়
● শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে
গ শিশু সফলতার অভিজ্ঞতা লাভ করে
ঘ শিশু বাইরের পরিবেশকে ভয় পায়

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর --------- //

১১২. শিশু পরিচালনার উল্লেখযোগ্য নীতি হলো– (অনুধাবন)
i. শিশুকে প্রশংসা করা
ii. শিশুকে শাস্তি দেওয়া
iii. শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. মালিহা বেগম তার সন্তানের সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করতে চান। এজন্য তিনি নিজে সব সময়– (প্রয়োগ)
i. সত্য কথা বলেন
ii. কারও সাথে ঝগড়া করেন না
iii. পরিবারের সবাইকে সাহায্য করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৪. এরফান সাহেব তার সন্তানদের ভালো কাজে সব সময় প্রশংসা করেন। এজন্য তার সন্তানদের – (প্রয়োগ)
[দি বার্ডস রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মৌলভীবাজার]
i. কাজের ক্ষমতা বেড়ে যায়
ii. সাফল্যের অভিজ্ঞতা তৈরি হয়
iii. অহংকারী মনোভাব তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে– (অনুধাবন)
i. শিশু বিরক্ত হয়
ii. শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে
iii. নিজ সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. শিশুর প্রতি মানসিক শাস্তি হলো– (অনুধাবন)
i. শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা
ii. শারীরিকভাবে আঘাত করা
iii. মনোযোগ না দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৭. শিশুকে যেকোনো ধরনের শাস্তি দিলে তারা– (অনুধাবন)
i. ভীত হয়
ii. লাজুক হয়
iii. আত্মবিশ্বাসী হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ হলো– (অনুধাবন)
[হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
i. ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা
ii. নেতিবাচক নির্দেশনা না দেওয়া
iii. সকল কাজের অনুমতি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii ও iii খ i ও ii
গ i ও iii ● i, ii ও iii

১১৯. মিনহাজ চৌধুরী সব সময় তার ছাত্রছাত্রীদের ইতিবাচক নির্দেশ দেন। এর ফলে তারা– (প্রয়োগ)
i. নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়
ii. সফল হওয়ার চেষ্টা করে
iii. কাজ করতে উৎসাহিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২০. শিশুর সাথে কথা বলার সময়– (অনুধাবন)
i. গলার স্বর নরম ও ভাষা সহজ হতে হয়
ii. মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে হয়
iii. ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রশ্ন করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১২১. শিশুর সাথে জোরে ও কর্কশ স্বরে কথা বললে শিশু– (অনুধাবন)
i. ভয় পায়
ii. দ্রুত বুঝতে পারে
iii. তাকে এড়িয়ে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২. শিশু যদি উপযুক্ত পরিবেশ পায় তাহলে– (অনুধাবন)
i. চুপচাপ থাকে ii. কম বিরক্ত করে
iii. আনন্দে সময় কাটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. গৃহে শিশুদের জন্য থাকতে হবে– (অনুধাবন)
i. নিরাপদ খেলার স্থান
ii. খেলার ব্যয়বহুল উপকরণ
iii. বয়সোপযোগী খেলার সরঞ্জাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. শিশু পরিচালনায় গুরবত্বপূর্ণ বিষয় হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা
ii. শিশুকে স্বাবলম্বী করা
iii. শিশুকে সুখী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদাগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. স্বীকৃতি
ii. সাফল্য
iii. স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. শিশুর সামনে সব সময় তার ভালো কাজ এবং তার কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরতে হয়। এর যথার্থ কারণ হলো শিশুটি– (উচ্চতর দৰতা)
i. সুখে থাকে
ii. পরিতৃপ্ত থাকে
iii. সফলতার অভিজ্ঞতা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আবিদা সুলতানা সব সময় তার সন্তানদের জন্য হ্যাঁ বলেছেন। এ কারণে তার তিন সন্তানের মাঝেই ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে।

১২৭. আবিদা সুলতানার কাজটি নিচের কোনটিকে সমর্থন করছে? (প্রয়োগ)
ক শিশুর সকল কাজে সমর্থন দিতে হবে
খ শিশুর ভুল কাজকেও সমর্থন দিতে হবে
● শিশুর প্রতি নির্দেশগুলো হ্যাঁ বোধকভাবে প্রকাশ করতে হবে
ঘ নেতিবাচক নির্দেশ শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে

১২৮. শিশুকে হ্যাঁ বললে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। কথাটির তাৎপর্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. শিশু বড়দের নিষেধের প্রতি বিরক্ত কম হয়
ii. সুষ্ঠুভাবে কোন কিছু করার স্পৃহা জাগে
iii. নেতিবাচক কাজগুলো থেকে কম বিরত থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তৌফিক সাহেবের ছোট ছেলে পঙ্গু বিধায় কেউ তার সাথে খেলাধুলা করে না। তাই তৌফিক সাহেব নিজে তার সাথে অবসরে খেলেন এবং তাকে উৎসাহ যোগান সামনে এগিয়ে যাবার জন্য।

১২৯. তৌফিক সাহেব গৃহীত নীতির সাথে শিশু পরিচালনার কোন নীতির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি
খ শিশুর সাথে ভাব বিনিময়
গ শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন
● শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা

১৩০. তৌফিক সাহেবের ছেলের মনে উৎসাহ যোগানোর জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. তার পঙ্গুত্বকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া
ii. তাকে জটিল কাজ থেকে বিরত রাখা
iii. অন্যদের তুলনায় তার যে কোন কাজের বেশি প্রশংসা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন–১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
আট বছর বয়সী সেজান বরাবরই নিজ আগ্রহে পড়তে বসে। পড়া শেষে সে নিজ থেকেই বইগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। বাবা বিষয়টি খেয়াল করে তাকে ধন্যবাদ দেয়। একদিন সেজানের মা সেজানকে স্কুলে তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া করতে দেখেন। বাসায় ফিরে তিনি সেজানের কাছ থেকে ঝগড়ার কারণ জেনে নেন এবং তাকে বন্ধুর সাথে মিলেমিশে চলতে বলেন। তিনি কখনো সেজানের সামনে কারও সাথে উঁচু স্বরে কথা বলেন না এবং কারো প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন না।

ক. কোন বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না? ১
খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে কিরূ প প্রভাব ফেলবে? ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সেজানের বাবা-মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করছেন? উত্তরের স্বপৰে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নবজাতক শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না।

খ. শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ এই নয় যে, সে যেসব কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সবকিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সবকিছু দেওয়া। শিশুকে হ্যাঁ বলার অর্থ হলো তাকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যে কোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সব সময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতিবাচকভাবে নির্দেশ না দেওয়া। যেমন: এখন খেলার সময় নয় শিশুকে এ কথা না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে'।

গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে ইতবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ, প্রশংসা শিশুদের ৰমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ৰমতা রাখে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ বা আচরণ থাকে। এই ভালো গুণ বা আচরণকে খুঁজে বের করে তার জন্য প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে। সে বুঝতে পারে যে সে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে। উদ্দীপকের সেজান নিজ আগ্রহে পড়তে বসে এবং পড়া শেষে বইগুলো নিজেই ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। এটা সেজানের একটি ভালো আচরণ। তার বাবা তার এই ভালো আচরণের প্রশংসা করেন এবং তাকে ধন্যবাদ দেন। বাবার এরূ প প্রশংসা সেজানের ৰমতা বাড়াবে, তাকে সাফল্যের অভিজ্ঞতা দিবে। সুতরাং সেজানের বাবার আচরণ সেজানের ভবিষ্যৎ জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ঘ. সেজানের বাবা-মা সেজানকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন বলে আমি মনে করি। কারণ, সেজানের বাবা সেজানের ভালো কাজের প্রশংসা করছেন। সেজানের মা তার সাথে সঠিকভাবে ভাব বিনিময় করেছেন। অর্থাৎ তারা সেজানকে লালন–পালনে শিশু পরিচালনার নীতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন। সেজানের বাবার প্রশংসা সেজানের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে, তাকে ভালো কাজে উৎসাহিত করবে। সেজান অন্যের ভালো কাজে প্রশংসা করতে শিখবে। সেজানের মা সেজানের সাথে বন্ধুর মতো মিশে তার সুবিধা–অসুবিধা জেনে নেন। বন্ধুদের সাথে সেজানের ঝগড়া হলে তার কারণ জেনে নেন এবং তাকে বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পরামর্শ দেন। যা তাকে সামাজিক হতে সাহায্য করবে। শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা যে কোনো কাজে বড়দের অনুসরণ করতে পছন্দ করে। তাই সেজানের বাবা - মা সেজানের সামনে যেসব আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করছেন সেজান স্বাভাবিকভাবে সেসব আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। আর ভালো আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে সে জীবনে পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং সুখী হবে। সুতরাং শিশু পরিচালনার নীতি অনুসরণ করে সেজানের বাবা-মা সেজানকে সঠিকভাবেই পরিচালনা করছেন।

প্রশ্ন–২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজাদ রহমান ও সায়া হোসেনের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এমনি এক মুহূর্তে তাদের চার বছরের সন্তান ইনান মায়ের সাথে খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ের কাছে সাড়া না পেয়ে সে বাবার কাছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরে। বাবা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলেন। বিষয়টি খেয়াল করে দাদি তাকে গল্প শোনানোর কথা বলে কাছে ডেকে নেন। এমন ঘটনা ইনানের পরিবারে প্রায়ই ঘটে। এতে করে দাদির সাথে ইনানের বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ক. শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরবত্বপূর্ণ বিষয়টি কী? ১

খ. শালদুধের উপকারিতা বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ইনানের বিকাশের ৰেত্রে ওই পরিবারে দাদির ভূমিকা কীরূ প হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়– বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরবত্বপূর্ণ হলো মায়ের দুধ।

খ. মায়ের বুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বা কলোস্ট্রাম বলা হয়। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরৰামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

গ. ইনানের বিকাশের ৰেত্রে ঐ পরিবারে দাদির ভূমিকা শিশুর মনস্ততাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করেছে। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা শিশু পরিচালনার একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ইনানের বাবা ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় না থাকায় তাদের মধ্যে সব সময় কথা কাটাকাটি লেগে থাকে। যার কারণে তাদের মেজাজও খারাপ থাকে। তাই তারা তাদের একমাত্র সন্তান ইনানের লালন–পালনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। শিশুর প্রতি মা–বাবার এই উদাসীনতা তার বিকাশকে মারাত্মকভাবে ৰতিগ্রস্ত করে। ইনানের দাদি ইনানের মা–বাবার এরূ প আচরণ ইনানের বিকাশের ৰেত্রে কতটা মারাত্মক তা অনুধাবন করতে পেরে ইনানকে কাছে ডেকে নেন। তিনি ইনানকে সময় দেন, তাকে গল্প শুনান, মনোযোগ দিয়ে তার সুবিধা–অসুবিধার কথা শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই দাদির সাথে ইনানের একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এটা তার মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুবই জরবরি। কারণ, শৈশবে শিশুটির যদি তার পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সে তাদের ভালো বন্ধু হিসেবে ভাবতে পারে। ইনানের ৰেত্রেও তাই ঘটবে। সে তার দাদিকে বন্ধু ভাবতে পারবে এবং তাকে তার সমস্যাগুলো বলতে পারবে। সুতরাং ইনানের মানসিক বিকাশের ৰেত্রে তার দাদির ভূমিকা খুবই গুরবত্বপূর্ণ।

ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়। কারণ শিশু পরিচালনার নীতি অনুসারে শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করতে হয়। তার ভালো কাজগুলো এবং কাজের ভালো দিকগুলো খুঁজে তার জন্য প্রশংসা করতে হয়। তাকে কোনো রূ প শারীরিক বা মানসিক শাস্তি

দেওয়া যাবে না। তাকে সব সময় ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করতে হবে। তার সাথে আস্তে ও নরম স্বরে এবং সহজ ভাষায় ভাব বিনিময় করতে হবে। তার জন্য পরিবারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ইনান এমন একটি পরিবারে বাস করে যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় না থাকায় তারা সন্তান লালন-পালনে মনোযোগ দিতে পারে না। তারা ইনানকে সময় দেয় না এবং তার সামনে কথা কাটাকাটি করে, ঝগড়া করে। ইনানের মা ইনানের সাথে কর্কশ স্বরে কথা বলে এবং ইনানের বাবা ইনানকে নেতিবাচকভাবে পরিচালনা করে, তাকে মানসিক শাস্তি দেয়। শুধু ইনানের দাদি ইনানকে সময় দেন, তাকে গল্প বলে শোনান। তার এরূ প ভূমিকা ইনানের বিকাশের ৰেত্রে সহায়ক হলেও যথেষ্ট নয়। কারণ বাবা-মায়ের সান্নিধ্য, স্নেহ, ভালোবাসা, স্বীকৃতির অভাব ইনানের মধ্যে আচরণগত সমস্যা সৃষ্টি করবে, তার বুদ্ধিবৃত্তীয় ও সামাজিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাবে। সুতরাং ইনানের পারিবারিক পরিবেশ ইনানের মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের ৰেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লাবণ্য হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। লাবণ্যের স্বামী নবজাতকের জন্য গুঁড়া দুধের কৌটা কিনে আনেন। কিন্তু ডাক্তার লাবণ্যকে বলেন শিশুকে শালদুধ খাওয়াতে। তিনি আরও বলেন, মায়ের দুধ পান শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় করে এবং শিশুকে দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাবার সাহায্য প্রয়োজন। **[পাঠ : ১]**

ক. শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা কোনটি? ১

খ. বাবা-মায়ের মৃত্যু শিশুর মধ্যে কিরূ প প্রভাব ফেলে? ২

গ. লাবণ্যের সাথে তার সন্তানের ভালোবাসার বন্ধন তৈরির প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পরিবেশ তৈরিতে ডাক্তারের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা।

খ. বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যু শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বাবার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক সংকট প্রকট হয়। পরিবারের বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে তাদের ভরণ পোষণ, লেখাপড়ার ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানদের দেখাশোনা, যত্ন ও পরিচর্যায় অবহেলা হয়। বাবা অথবা মা যে কোনো একজনের মৃত্যুতে সন্তান স্নেহ বঞ্চিত হয়।

গ. শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ৰেত্রে মা-ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ৰেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। এ কারণেই ডাক্তার লাবণ্যকে বলেছেন তার ছেলেকে শালদুধ খাওয়াতে। লাবণ্যের সাথে তার সন্তানের ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় এই দুধ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নিচে লাবণ্যের সাথে তার সন্তানের ভালোবাসার বন্ধন তৈরির প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো :

১. জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরব করে। এতে সন্তানের প্রতি লাবণ্যের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

২. লাবণ্যের ছেলে লাবণ্যের স্তন মুখে নেওয়া এবং চোষার ফলে লাবণ্যের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এতে লাবণ্য শান্ত অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং ছেলের সাথে তার ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়।

৩. লাবণ্য তার সন্তানের সাথে প্রথম যোগাযোগে অতিশয় আনন্দবোধ করেন। এভাবে লাবণ্যের সাথে তার ছেলের ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরব হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত ডাক্তারের পরামর্শটি যৌক্তিক। কারণ একজন মা সন্তান জন্ম দেবার পর কিছুটা অসুস্থ থাকেন। সে সময় সন্তান ও মায়ের যত্নে বাবাই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। নিচে স্তন্যপানকারী মাকে বাবা যেভাবে সাহায্য করতে পারেন তা বর্ণিত হলো :

১. **পুষ্টির জন্য খাবার :** মাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে তার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার দরকার। আর এই খাবার একমাত্র বাবাই সরবরাহ করতে পারেন।

২. **সময় :** প্রসূতি মাকে নবজাতকের কাছে বেশিৰণ রাখার দায়িত্ব বাবার। কারণ বাড়ির বিভিন্ন কাজ থাকে, যা বাবা অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিবেন বা নিজে করবেন। এতে মায়ের বিশ্রাম হবে এবং বেশি সময় নবজাতকের সঙ্গে থেকে বিশ্রাম নিবেন।

৩. **গৃহস্থালির কাজে সহায়তা :** শিশুর ছোট অবস্থায় মা দুর্বল থাকেন। গৃহস্থালির অনেক কাজ তার কাছে কঠিন হয়ে যায়। এৰেত্রে বাবা এবং বাড়ির বড়রা ও ছোটরা তাকে সাহায্য করলে মা ও নবজাতকের সাহায্য হয়।

৪. **সহানুভূতিশীল :** প্রসূতি মায়ের প্রতি সবার সঙ্গে নবজাতকের বাবার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি প্রসূতি মাকে আনন্দে রাখতে সহায়তা করে এবং মায়ের সুস্থতা নবজাতকের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাবা সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করলে মা খুব সহজে এবং আনন্দের সাথে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন। আর এভাবেই শিশু ও মায়ের সুস্থ ও সুন্দর বন্ধন তৈরিতে বাবা পরোৰভাবে ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তৈমুর ও মৌমিতা দম্পত্তির একমাত্র সন্তান তিন্নি। তার বয়স পাঁচ বছর। মা-বাবা দুই জনেই চাকরিজীবী বলে তিন্নিকে সারাদিন গৃহ পরিচালিকার কাছে থাকতে হয়। সে সব সময় হতাশায় ভোগে এবং কোনো কিছুতেই নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। অন্যদিকে তিন্নির বান্ধবী মিথিলাকে তার মা-বাবা পর্যাপ্ত সময় দেয়। এ কারণে মিথিলার সাথে তার মা-বাবার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। **[পাঠ : ১ ও ৪]**

ক. প্রশংসা শিশুদের কিসের অভিজ্ঞতা দেয়? ১

খ. শিশু পরিচালনায় 'স্বীকৃতি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. তিন্নির হতাশা ও নিজেকে নিরাপদ মনে না করার কারণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মা-বাবার সাথে পর্যাপ্ত সময় কাটানো মিথিলার পারিবারিক বন্ধন তৈরিতে সহায়ক–বিশেরষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রশংসা শিশুদের সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়।

খ. শিশু পরিচালনায় স্বীকৃতি অর্থ হলো শিশুটি যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্গু বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেভাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

গ. তিন্নির মা–বাবা তিন্নিকে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ায় তিন্নি সব সময় হতাশায় ভোগে এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। কারণ এ বয়সে শিশুদের মধ্যে মা–বাবার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা ব্যাপকভাবে থাকে। তাই তারা মা–বাবাকে সব সময় কাছে পেতে চায়। তাদের সুবিধা–অসুবিধার কথা মা–বাবাকে জানাতে চায়। এ সময় তারা যদি তাদের মা–বাবাকে সব সময় পাশে পায় তাহলে তারা স্বস্তি বোধ করে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে। আর যদি মা–বাবার কাছ থেকে পর্যাপ্ত ভালোবাসা প্রাপ্তিতে ঘাটতি থাকে তাহলে তারা বাবা মায়ের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস পোষণ করে এবং তাদের চারপাশের পরিবেশকে নিরাপদহীন মনে করে। উদ্দীপকে তিন্নির মা বাবা চাকরিজীবী বলে সে সারাৰণ গৃহপরিচারিকার কাছে থাকে। মা–বাবার সান্নিধ্য, ভালোবাসার অভাব তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। সে সময়মতো তার সুবিধা–অসুবিধাগুলো জানাতে পারে না বলে মা–বাবার প্রতি তার অনাস্থা ও অবিশ্বাস জন্মায় এবং সে তার চারপাশের পরিবেশকে নিরাপদ মনে করে না।

ঘ. মিথিলাকে তার মা-বাবা পর্যাপ্ত সময় দেয়। এ কারণে মিথিলার সার্বিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটেছে। সে তার খাদ্য গ্রহণ ও নানা ধরনের শরীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর নির্ভর করতে পারে। এসব কাজে তার বাবাও সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে বাবার প্রতিও মিথিলার আসক্তি বাড়ে। মা–বাবার এরূ প সময় দেওয়ার কারণে নিম্নোক্তভাবে মিথিলার মধ্যে বিকাশ ঘটে–

১. মিথিলার মা–বাবা তার সাথে খেলা করে, গান গায়, তাকে গল্প ও ছড়া শোনায়। এ কারণে মিথিলার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে।

২. তারা মিথিলাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ায় সে বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

৩. তারা মিথিলাকে পারিবারিক কাজে সাথে নেয়। এতে মিথিলার নিজের দৰতা সম্পর্কে আস্থা আসে।

এভাবে জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, আদর ও স্নেহ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। সুতরাং মিথিলার মা–বাবা মিথিলাকে বিভিন্ন কাজে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ায় মিথিলার সাথে তার মা-বাবার বন্ধন দৃঢ় হয়েছে।

প্রশ্ন–৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিয়ান ও মালিহা দম্পত্তির একমাত্র শিশু সন্তান রিংকুর বয়স আট মাস। উভয়ে চাকরিজীবী হওয়ায় রিংকুকে তারা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। কিন্তু রিংকুর দাদি রোকসানা বেগম জানেন যে, শিশুরা কান্না দিয়ে তাদের অসুবিধা প্রকাশ করে। তাই রিংকুর কান্নায় তিনি যত দ্রবত সম্ভব সাড়া দেন এবং কান্নার কারণ খুঁজে বের করেন। তিনি সব সময় তার ছেলে এবং ছেলের বউকে বলেন, জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে বেশি সময় দিতে হয়। **[পাঠ : ১]**

ক. শিশুর বিকাশের মূল ভিত্তি রচিত হয় জন্ম থেকে কত বছর বয়স পর্যন্ত? ১

খ. শালদুধ শিশুর প্রথম সংক্রমণ প্রতিরোধক কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সোহানা বেগমের উক্তিটির যৌক্তিকতা নিরূ পণ করা। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শিশুর বিকাশের মূল ভিত্তি রচিত হয় জন্ম থেকে শুরব করে পাঁচ বছর পর্যন্ত।

খ. শালদুধ অর্থাৎ মায়ের বুকের প্রথম দুধ শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে। এই দুধ নানারকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ ও অন্যান্য প্রতিরৰামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। আর সে কারণে শালদুধকে শিশুর প্রথম সংক্রমণ প্রতিরোধক বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে শিশুর কান্নায় যথাসম্ভব দ্রবত সাড়া দেওয়ার প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ভাষা শেখার আগে শিশুরা কান্নার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা প্রকাশ করে থাকে। শিশুরা মূলত ক্ষুধার কারণে এবং যেকোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার কারণে কান্না করে। তারা চায় এ সকল সমস্যার দ্রবত সমাধান। তাই শিশুর এই অসুবিধাগুলো সময়মতো সমাধান না করলে তার মধ্যে আশপাশের সকলের প্রতি বিশেষ করে পিতা–মাতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। ফলে শিশুটির মধ্যে অনাস্থা ও নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে শিশুর কান্নার কারণ বের করে যদি তা দূর করার ব্যবস্থা করা যায়, তবে শিশু আরাম পায়। অর্থাৎ কান্নার সময় যদি শিশুকে কোলে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে মা বাবার সাথে শিশুর বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সুষ্ঠুভাবে শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। শিশুর ভেতরে আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং নতুন কিছু করার স্পৃহা জাগে। এ কারণে সোহানা বেগম তার নাতিন রিংকুর কান্নায় যত দ্রবত সম্ভভ সাড়া দেন এবং কান্নার কারণ খুঁজে বের করেন। এভাবে শিশুর কান্নায় সাড়া দিলে তার চাহিদা পূরণ করা সহজ হয়।

সুতরাং, বলা যায় যে, সর্বদা শিশুর কান্নায় দ্রবত সাড়া দেওয়া উচিত। এতে সহজেই শিশুর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।

ঘ. উদ্দীপকে সোহানা বেগমের উক্তিটি হলো– জীবনের প্রথম কয়েক বছর শিশুকে একটু বেশি সময় দিতে হয়। তার এই উক্তিটি যথার্থ। কেননা জীবনের প্রথম কয়েক বছর শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শরীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে। মা–বাবাকে শিশুর বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে হয়। তাই বাবা–মাকে কাছে নিয়ে ঘুমানো শিশুর একটি চাহিদা হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণে প্রত্যেক শিশু বিছানায় যাওয়ার আগে মা–বাবাকে কাছে পেতে চায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক সময় সারা দিনের কর্মকাণ্ড তারা বাবা–মাকে বলতে পছন্দ করে।

জীবনের প্রথম কয়েক বছর শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, শিশুকে আদর স্নেহ করা ইত্যাদি বিষয় শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এ বন্ধন পরবর্তী বয়সে মা–বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা–বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। এতে মাও রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোও সহজ হয়।

তাই পরিবারের সকলের বিশেষ করে মা–বাবার উচিত জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি সময় দেওয়া। এজন্য শিশুর সাথে খেলা করা, গান করা, বাইরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নেওয়া হলে শিশুর নিজের দৰতা সম্পর্কে আস্থাও বাড়বে। সুতরাং বলা যায় যে, জীবনের প্রথম দিকে শিশুকে বেশি বেশি সময় দিতে হবে।

প্রশ্ন–৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাহানা চৌধুরী তার তিন মাস বয়সী শিশু সন্তান শিখার লালন পালনের ব্যাপারে বেশ সচেতন। তিনি শিখাকে সব সময় বুকের দুধ পান করান। কারণ তিনি জানেন মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্যে গুরৰত্বপূর্ণ। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। শালদুধ শিশুর জন্য এন্টিবডি হিসেবে কাজ করে, শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরি করে। এভাবেই মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন প্রক্রিয়া শুরৰ হয়। **[পাঠ : ১]**

ক. শিশুর শাস্তি কত ধরনের হয়? ১

খ. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা লেখ। ২

গ. শাহানা চৌধুরী কীভাবে তার সন্তানের রোগ প্রতিরোধ ৰমতা তৈরি করেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত পদ্ধতি ছাড়াও শাহান চৌধুরী তার সন্তানের সাথে আরও কী কী প্রক্রিয়ায় বন্ধন দৃঢ় করতে পারেন? আলোচনা কর। ৪

▸◂ ৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুর শাস্তি দুই ধরনের হয়।

খ. শিশুর সাথে খেলা করা, ছড়া ও গল্প বলা তার সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়। পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নিলে নিজের সম্পর্কে শিশুর দৰতা তৈরি হয়। শৈশবে মা বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দিবেন এবং স্নেহ করবেন তাদের বন্ধন তত দৃঢ় হবে।

গ. শাহানা চৌধুরী তার তিন মাস বয়সী শিশু সন্তান শিখাকে শাল দুধ পান করানোর মাধ্যমে তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করেন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরৰত্বপূর্ণ। দুধ খাওয়ানোর সময় মায়ের ত্বকের স্পর্শে শিশু উষ্ণ থাকে। শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ শিশুর প্রথম টীকা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিউনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরৰামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় শিশুর বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অস্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। যার ফলে অস্ত্র থেকে দ্রৰত মিকোনিয়াম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এই অবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

ঘ. উদ্দীপকে শাহানা চৌধুরী তার শিশু সন্তানকে শাল দুধ পান করানোর মাধ্যমে তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তার ব্যবহৃত এই মা ও শিশুর মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রধান হাতিয়ার হলেও শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার আরও বেশ কয়েকটি পদৰেপ রয়েছে। শিশুর কান্নায় দ্রৰত সাড়া দিতে হবে। শিশুর অসুবিধা যদি সময়মতো দূর করা না হয় তাহলে তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মায়। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরৰরি। রাতে শিশুর পাশে মা বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। মায়ের পাশাপাশি বাবাও যদি শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন তাহলে বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়। শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া ও গল্প বললে শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে। শিশুকে বাইরে নিয়ে গেলে শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শ, আদর, স্নেহ বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। তাই শাহানা চৌধুরী তার সন্তানকে দুধ পান করানো ছাড়াও উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সন্তানের সাথে বন্ধন গড়ে তুলতে পারেন।

প্রশ্ন–৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাহানারা বেগমের একমাত্র সন্তান জিয়ান। তার বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ায় তার মা তাকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন। স্কুলের শিৰকরা জিয়ানকে দেখে মন্তব্য করলেন, নিশ্চয়ই শিশুটির বয়স অনুযায়ী শারীরিক গঠন ঠিক আছে। জিয়ানের বৈষয়িক জ্ঞান দেখে সবাই নিশ্চিত হয়েছেন, তার মা বাবা তার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করেন। **[পাঠ : ১]**

ক. স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পযন্ত শিশুর প্রধান কাজ কী? ১

খ. শিশুর সাথে ইতিবাচকভাবে কথা বলার দুটি উদাহরণ দাও। ২

গ. জিয়ানের বিকাশের সাথে কোন পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, দেশের প্রত্যেক শিশু ভালো পারিবারিক পরিবেশ পেলে জিয়ানের মতো হতে সৰম? তোমার মতামত দাও। ৪

▸◂ ৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. স্কুলে যাওয়ার পুর্ব পর্যন্ত শিশুর প্রধান কাজ খেলাধুলা করা।

খ. শিশুর সাথে ইতিবাচকভাবে কথা বলার উদাহরণ হলো টেবিলে কাঠের টুকরা রেখো না' এটা না বলে বলতে হবে 'কাঠের টুকরাগুলো মাটিতে রাখ। "এখন খেলার সময় না' এভাবে না বলে বলতে হবে 'এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে।'

গ. জিয়ানের বিকাশের সাথে তার পারিবারিক পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা প্রত্যেক শিশুই পারিবারিক পরিবেশে লালিত পালিত হয়। এখানেই শিশুর পরিপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটে। এ সময় শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন ও পরিচর্যা, যা তাকে দৰতা অর্জনে সহায়তা করে। এ যত্নের ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। উদ্দীপকে জাহানারা বেগম তার একমাত্র সন্তান জিয়ানকে এ রকম যত্নেই লালিত পালিত করে বড় করে তোলেন। ফলে তার শিশুর বয়স অনুযায়ী শারীরিক গঠন ঠিক আছে। জাহানারা বেগম তার শিশুর যত্নে দৰতার পরিচয় দেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, জিয়ানের বিকাশের সাথে তার পারিবারিক পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ আমি মনে করি যে, দেশের প্রত্যেকটা শিশু ভালো পারিবারিক পরিবেশ পেলে জিয়ানের মতো হতে সৰম। কারণ প্রত্যেকটা শিশুই

কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। আর তার পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার ওপর অবশ্যই পড়ে। এই প্রভাব ভালো মন্দ উভয়ই হতে পারে।

খারাপ পরিবেশের প্রভাবে শিশুর মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবেশ করে। অপরদিকে ভালো পরিবেশে বড় হলে সে ভালো গুণগুলো লাভ করে। ভালো পারিবারিক পরিবেশ পেলে অন্যদের চেয়ে সে শিশু বুদ্ধিমান হবে। সে সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। তার সামাজিক ও ভাষার দৰতা বাড়বে। সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। শিশুটি আত্মবিশ্বাস হবে। এটি তাকে পরবর্তী জীবনে সুখী ও সুন্দর রাখবে। উদ্দীপকে জাহানারা বেগম তার একমাত্র সন্তান জিয়ানকে অতি আদরে লালন পালন করেছেন। তার সকল সুবিধা অসুবিধার দিকে লৰ রেখেছেন। আর সকল চাহিদা যথাযথ ভাবে পূরণ করেছেন। এসব কারণে জিয়ানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটেছে। এসব সুযোগ সুবিধা যে কোনো শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠতে সহায়তা করবে। তাই বলা যায় যে, ভালো পরিবেশে শিশু ভালোভাবে গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন–৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সিনানের বয়স দুই বছর। তার বাবা–মা দুজনই চাকরিজীবী। তার বড় দুই ভাই–বোন স্কুলে পড়ে। দিনের বেশির ভাগ সময় তারা স্কুলে থাকে। তাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন গৃহপরিচারিকা আছে। সিনান খুব চঞ্চল, তাই গৃহপরিচারিকা প্রায়ই তাকে তেলাপোকা ও ভূতের ভয় দেখায়। একদিন সে তার বাবা–মাকে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে দেখে চিৎকার করে কান্না শুরব করে। সে কিছুতেই তার মায়ের কোল থেকে নামতে চায় না। **[পাঠ : ১, ২ ও ৩]**

[শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

ক. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি কার? ১

খ. কীভাবে বাবা–মায়ের সাথে শিশুর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে? ২

গ. সিনানের সাথে তার ভাই–বোনের সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিনানের সাথে কোন ধরনের আচরণের ফলে তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে তুমি মনে কর। ৪

▸◂ ৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার অন্যতম কাজটি পরিবারের।

খ. জন্ম গ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা–বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সে তারা মা–বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। তারা যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন শিশু খুশি হয়ে ওঠে। তাকে কোলে তুলে নিলে সে খুশি হয়। সে তখন তাদের মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। এভাবে মা বাবার কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা সবই শিশুর সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গ. একটি শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মা–বাবার পাশাপাশি ভাই–বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ ভাই-বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায়। ভাই বোনকে অনুসরণ করে তারা ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে। ভাই–বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা ও তার ভাই–বোনের কাছ থেকে অর্জন করে। তাই শিশুর পূর্ণবিকাশে ভাই–বোনের সাথে শিশুর সম্পর্কে উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত জরবরি। নিচে সিনানের সাথে তার ভাই–বোনের সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়গুলো বর্ণনা করা হলো–

১. সিনানের যত্নে মাকে সহযোগিতা করা;
২. যে কোনো জিনিস তার সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া;
৩. পরস্পরকে সাহায্য করা;
৪. তাকে সজ্জা দেওয়া এবং তার সাথে খেলাধুলা করা;
৫. পরিবারের সকলে মিলেমিশে থাকা;
৬. তার সাথে স্নেহের সম্পর্ক তৈরি করা ইত্যাদি।

ঘ. সিনানের চাকরিজীবী মা–বাবা নিজেদের কর্ম ব্যস্ততার কারণে দুই বছর বয়সী সিনানকে তারা সময় দিতে পারে না। তাদের এরূ প আচরণ সিনানের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি। কারণ, সিনানের বয়সে শিশুরা তাদের খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য শরীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এসব কাজে বাবার সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসক্তি তৈরি হয়। সিনানের বয়সী শিশুদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্য তাদের সাথে মা–বাবাকে খেলা করতে হয়, তাদেরকে ছড়া, গল্প ও গান শুনাতে হয়। এতে তাদের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে। বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জনে তাদের সহায়তা করার জন্য তাদের বাইরে ঘুরতে নিয়ে যেতে হয়। নিজের দৰতা সম্পর্কে তাদের মনে আস্থা জন্মাতে তাদেরকে পারিবারিক কাজে সাথে নিতে হয়। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে এভাবে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্পর্শে রাখা, আদর স্নেহ করা ইত্যাদি শিশুর সাথে মা–বাবার বন্ধন দৃঢ় করে যা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সিনানের মা–বাবা দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসে এবং তার বড় দুই ভাই–বোন স্কুলে কাটায়। তাই দিনের বেশির ভাগ সময় সিনানকে গৃহপরিচারিকার সাথে থাকতে হয়। সিনান চঞ্চল বলে গৃহ পরিচারিকা তাকে প্রায়ই তেলাপোকা ও ভূতের ভয় দেখায়। এতে করে সিনান ভীত হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। সুতরাং সিনানকে তার মা–বাবা ও ভাই বোনের পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার বিষয়টি তার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন–৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিংকুর পরিবার নিম্নমধ্যবিত্ত। তারপরও সে অতিরিক্ত ব্যয় করে। ভাইবোনের যত্ন নেয় না, পারিবারিক সমস্যা ভাগাভাগি করে না। আর্থিক সংকট, অতিরিক্ত কাজের চাপে মা প্রায়ই তার সাথে ঝগড়াঝাটি করেন।এসব দেখে রিংকু হতাশায় ভোগে। বিষয়টি বন্ধুর সাথে আলাপ করলে বন্ধু তাকে অভ্যাস পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। **[পাঠ : ২ ও ৩]**

[বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট]

ক. স্তন্যদানের ফলে মায়ের শরীরের কোন হরমোন নির্গত হয়? ১

খ. পারিবারিক বিপর্যয়গুলো বর্ণনা কর। ২

গ. রিংকুর হতাশার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিংকুর বন্ধুর পরামর্শটি মূল্যায়ন কর। ৪

▸◂ ৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. স্তন্যদানের ফলে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নির্গত হয়।

খ. পরিবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নিচে পারিবারিক বিপর্যয়গুলো উলেরখ করা হলো :

১. মা কিংবা বাবার অসুস্থতা;
২. মৃত্যুজনিত শূন্যতা;

৩. মা–বাবার পৃথক অবস্থান;
৪. মা–বাবার সার্বৰণিক ঝগড়া;
৫. পরস্পরের সমঝোতার অভাব ইত্যাদি।

গ. রিংকুর হতাশার কারণ হলো তাদের পারিবারিক বিপর্যয়। কেননা পরিবার হলো এমন একটি সংগঠন যার ওপর শিশুর লালন–পালন এবং তাদের শিৰিত ও উপার্জনৰম করে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। কিন্তু শিশু পরিবারে জন্ম নেওয়ার পর উপার্জনৰম হয়ে উঠার এই দীর্ঘ সময়ে পরিবারটি অনেক ৰেত্রে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পারিবারিক এই বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে– মা কিংবা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শূন্যতা, বাবা মায়ের সার্বৰণিক ঝগড়া, বাবার চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসায়ের ৰতি ইত্যাদি। পারিবারিক বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন, তা পরিবারের সদস্যদের জন্য কষ্টদায়ক। অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এতে পরিবারের শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়। তারা মা–বাবার প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস পোষণ করে এবং সব সময় হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উদ্দীপকে রিংকুদের পরিবারটি নিম্নমধ্যবিত্ত। তাদের পরিবারে সব সময় আর্থিক অনটন লেগেই থাকে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা না থাকায় রিংকুর মাকে একা হাতে সব কাজ করতে হয়। আর্থিক সংকট এবং কাজে চাপে তার মায়ের মেজাজ সব সময় খারাপ থাকে। তাই তিনি রিংকুর সাথে প্রায়ই ঝগড়া করেন। পারিবারিক এসব বিপর্যয়ের কারণে রিংকু সব সময় নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশায় ভোগে। সুতরাং পারিবারিক অশান্তি তথা পারিবারিক বিপর্যয়ই হতাশার মূল কারণ।

ঘ. রিংকুর হতাশা এবং তাদের পারিবারিক সমস্যা মোকাবিলায় তার বন্ধুর দেওয়া পরামর্শটি হলো অভ্যাস পরিবর্তন করা। রিংকুর বর্তমান সমস্যায় তার বন্ধুর পরামর্শটিকে আমি যথার্থ মনে করি। কারণ আমাদের সমাজে রিংকুর মতো অনেক শিশু আছে, যারা পারিবারিক বিপর্যয়ের শিকার। এ কারণে তাদের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তারা নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশায় ভোগছে। পরিবারকে এ ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রৰা করতে পরিবারের কিশোর বয়সী সন্তানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। এৰেত্রে তাদের করণীয় হলো– পরিবারের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা; অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানো; পারিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নেওয়া; ছোট ভাই–বোনদের আদর স্নেহ করা; তাদের সাথে অধিক সময় কাটানো ইত্যাদি। কিন্তু রিংকু নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও অতিরিক্ত ব্যয় করে। ছোট ভাই বোনদের যত্ন নেয় না, পারিবারিক সমস্যা ভাগাভাগি করে না, মাকে কোনো কাজে সাহায্য করে না। অর্থাৎ পারিবারিক বিপর্যয় মোকাবিলায় রিংকুর যে ধরনের ভূমিকা রাখা আবশ্যক তার আচরণ ঠিক তার উল্টা। তাই তার বন্ধুর পরামর্শটি অর্থাৎ রিংকুর হতাশা ও পারিবারিক বিপর্যয় মোকাবিলায় রিংকুর অভ্যাস পরিবর্তনের পরামর্শটি সঠিক এবং যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন–১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাহেলা তার পরিবারের আর্থিক সংকট দূরীকরণের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করেন। ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সমস্যাগুলো ভাগাভাগি করে সমাধানের চেষ্টা করেন।

[পাঠ : ২ ও ৪]

[যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. শিশুর প্রতি যেকোনো আদেশ–নির্দেশ কেমন হবে? ১
খ. ভাই–বোনের কোন আচরণগুলো শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে? ২
গ. রাহেলার মতো তুমি কীভাবে তোমার পরিবারে এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করবে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যা ছাড়া পরিবারে অন্য যেসব বিপর্যয় আসতে পারে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা বিশেৱষণ কর। ৪

▸◂ ১০নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুর প্রতি যেকোনো আদেশ–নির্দেশ ইতিবাচক হবে।

খ. ভাই–বোনের খারাপ আচরণ ভাই–বোনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরনের আচরণগুলো নিচে উলেৱখ করা হলো :

১. ছোট ভাই বা বোনকে সঙ্গ বা সময় না দেওয়া;
২. নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা;
৩. ঈর্ষা করা;
৪. ভাই–বোনের সাহচর্য এড়িয়ে চলা;
৫. ঝগড়া করা, মারামারি করা;
৬. অবহেলা করা, নিজেকে বড় মনে করা ইত্যাদি।

গ. রাহেলা তার পরিবারের আর্থিক সংকট দূরীকরণে বিভিন্ন পদৰেপ গ্রহণ করেছে। আমি নিজেও একটি পরিবারের সদস্য। আমার পরিবারেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেৰেত্রে আমি আমার পরিবারের আর্থিক সংকট দূরীকরণে নিম্নোক্ত পদৰেপ গ্রহণ করব।

১. আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করব–
২. অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমবো।
৩. পারিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে ব্যয় কমাবো। যেমন: গৃহকর্মীর কাজ নিজে করব।
৪. ছোট ভাই–বোনের বিভিন্ন যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নিব।
৫. ছোট ভাই–বোনের সাথে অধিক সময় কাটাবো।
৬. অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করব।
৭. ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করব।
৯. সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বিগুণ পরিশ্রম করব।
১০. মানসিক চাপ মুক্ত থাকায় চেষ্টা করব।
১১. পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খুঁজে নিব।
১২. ভবিষ্যতে পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আরও মনোযোগী হব।

আমার পরিবারের আথিক সমস্যা মোকাবিলায় আমি উপরিউক্ত পদৰেপগুলো যথাযথভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করব।

ঘ. উদ্দীপকে পারিবারিক বিপর্যয় হিসেবে আর্থিক সংকটের কথা উলেৱখ রয়েছে। উক্ত সমস্যাটি ছাড়া একটি পরিবার আরও যেসব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

বাবা/মায়ের মৃত্যু : পরিবারের বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুতে পরিবারে শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট তৈরি হয়। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানেরা দিশাহারা হয়। তাদের দেখাশোনা, যত্ন ও পরিচর্যায় অবহেলা হয়। বাবা অথবা মা যে কোনো একজনের মৃত্যুতে সন্তান স্নেহ বঞ্চিত হয়।

বাবা/মায়ের গুরবতর অসুস্থতা : মা-বাবার অসুস্থতায় তারা মা বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মা বাবার বিবাহ বিবেচ্ছেদ বা পৃথকভাবে অবস্থানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা, দ্বন্দ্ব পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

পরিবারে ভাঙন : বড় শিশুরা পরিবারের ভাঙনে হীনম্মন্যতায় ভোগে। অনেক সময় শিশুরা সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়, অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। তাদের মানসিক কষ্ট অনেক সময় শারীরিক কষ্টে রূ প নেয়।

উলিরখিত বিপর্যয়গুলো যে কোনো পরিবারে যে কোনো সময় আসতে পারে। পারিবারিক বিপর্যয়ে পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়ে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যায়।

প্রশ্ন–১১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অহনা–শ্যামল চাকরিজীবী দম্পতি। তাদের দুই ছেলে শুভ্র ও অভ্র। তাদের দুইজনকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রী দুইজনই সমান প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। অহনা অফিস ও বাড়ির কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। তাই শ্যামল অফিসে যাওয়ার আগে এবং আসার পরে যতটা সম্ভব অহনাকে সাহায্য করেন। তাদের এরূ প সম্পর্ক সন্তানদের সার্বিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। **[পাঠ : ২ ও ৩]**

ক. শিশুর প্রথম টিকা কোনটি? ১

খ. বাবা–মায়ের গুরবতর অসুস্থতা শিশুর মধ্যে কিরূ প প্রভাব ফেলে? ২

গ. শুভ্র ও অভ্রের সুষ্ঠু বিকাশে তাদের বাবার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মা–বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা আবশ্যক– উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ১১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুর প্রথম টিকা হলো শালদুধ।

খ. পরিবারে মা অথবা বাবার হঠাৎ কোনো গুরবতর অসুস্থতা ধরা পড়লে পরিবারের ওপর বিপর্যয় নেমে আসে। মা কিংবা বাবার দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা পরিবারে সংকট সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিনের বা গুরবতর অসুস্থতায় পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এছাড়াও মা–বাবার সুস্থ সজ্ঞা থেকে শিশুরা বঞ্চিত হয়। মা–বাবার অসুস্থতায় তারা মা–বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়।

গ. শুভ্র ও অভ্রের সুষ্ঠু বিকাশে তাদের বাবা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। কেননা মায়ের সাথে সাথে বাবার সাথেও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় তাদের আচরণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটেছে। জন্মের পর থেকে মায়ের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। কিন্তু শিশু লালন পালনের সময় মায়ের পাশে বাবার ভূমিকাও কম নয়। শুভ্র ও অভ্র মায়ের স্নেহ ভালোবাসার সাথে বাবার সাহচার্যও পরিপূর্ণ ভাবে পায়। আর এ কারণেই তাদের বেড়ে উঠতে কোনো সমস্যা হয়নি। শুভ্র ও অভ্রের সুষ্ঠু বিকাশে তাদের বাবার ভূমিকা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. তাদের বুদ্ধিবৃত্তীয়, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে তাদের বাবার সান্নিধ্য শাক্তিশালী সহায়তা দান করেছে।

২. বাবার সময় দেওয়া, শিশু পালনে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক তাদের আচরণগত সমস্যা হতে দেয়নি।

৩. বাবা তাদেরকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ায় তারা বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শুভ্র ও অভ্রের বিকাশে বাবার সান্নিধ্য গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ. জন্ম গ্রহণের পর শিশুর সাথে তার পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭–৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা–বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে শিশুটির সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সময় তারা তাদের মা-বাবার মনোযোগ পেতে সাহায্য করে। মা–বাবা কোলে তুলে নিলে শিশুরা খুশি হয়, তাদের মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। এভাবে তাদের কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা ইত্যাদি শিশুটির সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে মা–বাবার সাথে শিশুটির এরূ প ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই যথেষ্ট নয় কারণ শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মা-বাবার নিজেদের মধ্যেও স্বামী–স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক সুখের হতে হয়। কারণ সুখী মায়ের সন্তানরাই সুখে থাকে। মা–বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে এবং আনন্দ পায়। মা–বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে :

১. তারা শিশু প্রতিপালনে মনোযোগী হয়।

২. শিশুর বিকাশে পরিপূর্ণতা দেখা দেয়।

৩. শিশুদের পরিচর্যা ভালো হওয়ায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তীয় আচরণ সুষ্ঠু হয়।

৪. ভালোবাসা ও উদ্দীপনা পাওয়ার ফলে তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ সুষ্ঠু হয়।

৫. শিশুদের মধ্যে আত্মধারণা মজবুত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মা–বাবার সম্পর্কও সুখের হতে হয়। উদ্দীপকে শুভ্র ও অভ্রের মা–বাবার মধ্যে এরূ প সম্পর্ক ছিল বলেই শুভ্র ও অভ্রের সার্বিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটেছে।

প্রশ্ন–১২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্বপ্নার বাবার চাকরির টাকায় তাদের সংসার ঠিকমতো চলে না। এ নিয়ে স্বপ্নার বাবা ও মায়ের মাঝে প্রায়ই ঝগড়া হয়। এসব কারণে তাদের সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। স্বপ্নার ভাই শোভন পরিবারের অশান্তির কারণে বাইরের বন্ধুদের সাথে সময় কাটায়। স্বপ্না ঠিকমতো লেখাপড়া করে। সে ভাইকে বোঝায়, কারণ সে জানে মা বাবা ও ভাই সবাই পরিস্থিতির স্বীকার। **[পাঠ : ২ ও ৩]**

ক. শাস্তি শিশুর কী ধরনের ৰতি করে? ১

খ. মা বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতা পরিবারের সংকট সৃষ্টি করে কেন? ২

গ. পারিবারিক সমস্যা নিরসনে স্বপ্না কী কী করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'পারিবারিক বিপর্যয়ে আর্থিক সংকট মুখ্য' উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশেরষণ করো। ৪

▸◂ ১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শাস্তি শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়।

খ. মা বাবার গুরবতর বা দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এছাড়াও মা বাবার সজ্ঞা থেকে শিশুরা বঞ্চিত

হয়। তারা মা বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত ও হতাশাগ্রস্ত হয়। আর এভাবেই দীর্ঘদিনের অসুস্থতা পারিবারিক সংকট সৃষ্টি করে।

গ. উদ্দীপকে স্বপ্নার পরিবার পারিবারিক বিপর্যয়ে শিকার। তার বাবার একার উপার্জন সংসারের সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য খুবই অপ্রতুল। এ কারণে তার মা–বাবার মধ্যে ঝগড়া হয়। তার ভাই পরিবারের অশান্তির কারণে বাইরে সময় কাটায়। এরূ প পরিস্থিতি কোনো পরিবারের জন্যই কাম্য নয়। এসব পারিবারিক সমস্যা নিরসনে স্বপ্না যা করতে পারে–

অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানোর ব্যবস্থা করা।

অসুবিধা, দুঃখ, কষ্ট পরস্পরের মাঝে ভাগাভাগি করা।

ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শেখা।

মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পরিস্থিতি মোকাবেলার মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করা।

ভবিষ্যতে আর্থিক সংকট কাটানোর জন্য নিজেকে পেশায় নিয়োজিত করার জন্য প্রস্তুত মনোযোগী করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চললে স্বপ্না পারিবারিক সমস্যা দূর করতে সফল ভূমিকা রাখতে সৰম হবে।

ঘ. প্রতিটি শিশুই পরিবার থেকে আদর ভালোবাসা নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পেতে চায়। তার জীবন চলার পথে যখন এগুলো বাধাগ্রস্ত হয় তখণ তাকে বলে পারিবারিক বিপর্যয়। মা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শূন্যতা, মা বাবার পৃথক অবস্থান বা বিবাহ বিচ্ছেদ বা পরিবারের ভাঙ্গানের কারণে পারিবারিক বিপর্যয় হতে পারে। আর এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে আর্থিক সংকট। উদ্দীপকে দেখা যায় স্বপ্নার বাবার মাসিক আয় কম। ফলে তাদের পরিবারে আর্থিক সংকট লেগে থাকে। আর এ কারণে তাদের মা–বাবার মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে থাকে। মা বাবার মৃত্যু সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। কারণ বাবাই বেশির ভাগ পরিবারের উপার্জনৰম ব্যক্তি। তার অভাবে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। পরিবারের শিশুদের ভরণ পোষণ লেখাপড়গার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুতেও সন্তানরা অর্থসহ দেখাশোনা, যত্ন ও পরিচর্যার অবহেলায় পড়ে। বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতাও পরিবারের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এৰেত্রে দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় টাকা খরচ হলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আর্থিক সংকট পারিবারিক বিপর্যয়ে মুখ্য বিষয়।

প্রশ্ন–১৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমন ও রবমন দুই ভাই। মা বাচ্চাদের মানুষ করতে সময় দিলেও বাবা সময় দিতে পারেন না। তাই বাবার সাথে তাদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নেই। ফলে তাদের বুদ্ধি, আবেগ ও নৈতিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

[পাঠ : ২ ও ৩] [পি. এন. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]

ক. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদৰেপ কয়টি? ১

খ. পারিবারিক বিপর্যয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের বাচ্চা দুটির বাবার সান্নিধ্য তাদের বিকাশে কী প্রভাব ফেলতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সন্তান লালনে এবং সুষ্ঠু বিকাশে বাবা–মা উভয়েরই অংশগ্রহণ তাদের বিকাশে সহায়তা করে।"– উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

▸◂ ১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদৰেপ চারটি।

খ. পারিবারিক বিপর্যয় বলতে মা কিংবা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শূন্যতা, মা–বাবার পৃথক অবস্থান কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ বোঝায়। এ ছাড়া আছে বাবা–মায়ের সার্বৰণিক ঝগড়া, মতের অমিল, পরস্পরের সমঝোতার অভাব, ব্যবসায় ৰতি, মায়ের ওপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি। শিশু পরিবারে জন্ম নেয়, বড় হয়ে উপার্জন করতে শিখে। এ দীর্ঘ সময়ে তাকে এ ধরনের অনেক পারিবারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক বিপর্যয় শিশুজীবনের বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

গ. উদ্দীপকের বাচ্চা দুটির বাবার সান্নিধ্য তাদের বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কেননা শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম কাজ। জন্মের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গবেষকরা দেখেছেন, বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। শিশুর লালন–পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরবত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনো শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বাবা বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখেন। যে পরিবারের বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন–পালনে স্নেহ পূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচারণগত সমস্যা কম দেখা যায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বাচ্চা দুটি বাবার সান্নিধ্য তাদের বিকাশে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ. প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের, যেখানে সে আদর, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়, সুরৰিত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। এৰেত্রে বাবা–মায়ের অবদান আছে। জন্মগ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা–বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয়, তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সের কোনো শিশুকে পর্যবেৰণ করলে দেখা যায়, তারা তাদের মা–বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর ঘরে প্রবেশ করে, তখন শিশু খুশি হয়ে ওঠে। মা তাকে কোলে তুলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। মায়ের কোমল স্পর্শ, স্নেহ হাসি, ভালোবাসা সবই শিশুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গবেষকরা দেখেছেন, বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশুর লালন–পালন স্নেহপূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে সুমন ও রবমনকে তাদের মা পর্যাপ্ত সময় দিলে ও বাবার সাথে তাদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নেই। এ কারণে তাদের বুদ্ধি, আবেগ ও নৈতিক বিকাশ ব্যাবহত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, সন্তান লালনে ও সুষ্ঠু বিকাশে বাবা–মা উভয়েরই অংশগ্রহণ তাদের বিকাশে সহায়তা করে।

প্রশ্ন–১৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নবম শ্রেণির ছাত্রী মৌটুসি পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু বানান ও উচ্চারণে দুর্বল থাকায় সে পরীৰায় কখনো ভালো ফলাফল করতে পারে না। বাড়ির সকলে এ ব্যাপারে তাকে বেশ বকাঝকা করায় সে নিজের প্রতি

আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার এরূ প সিদ্ধান্তে তার মা চিন্তিত হয়। তিনি মৌটুসির শ্রেণি শিৰককে ব্যাপারটি জানান এবং তার পরামর্শ চান। তিনি বলেন– "মৌটুসির মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে হবে।" **[পাঠ : ৪]**

ক. শালদুধ শিশুর কোন অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে? ১
খ. শিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মৌটুসির সমস্যা সমাধানে কোন নীতি অনুসরণ করা দরকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মৌটুসির সমস্যা সমাধানে শ্রেণি শিৰকের মন্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে।

খ. যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান সামাজিক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দৰতা, ভাষার দৰতা, সৃজনশীলতার আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে। যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করে। অতএব, শিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরৰত্বপূর্ণ।

গ. মৌটুসির সমস্যা সমাধানে তথা বানান ও উচ্চারণের ৰেত্রে তার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে প্রশংসার নীতি অনুসরণ করা দরকার। কারণ, প্রশংসা শিশুদের ৰমতাকে বাড়ায়, তাদের সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয়, তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুঝতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ৰমা রাখে। প্রতিটি শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ থাকে। এই ভালো গুণটি খুঁজে বের করে প্রশংসা করা হলে তার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। মৌটুসি বানান ও উচ্চারণে দুর্বল বলে পরীৰায় ভালো করতে পারে না। কিন্তু সে পড়াশোনায় ভালো এবং এটা তার একটি ভালো গুণ। তার বানানের উচ্চারণের দুর্বলতার কারণে তাকে বকাঝকা না করে যদি ভলো পড়াশোনার জন্য প্রশংসা করা হয় তাহলে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেলে সে বানান ও উচ্চারণের ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে পারবে। ফলে বানান ও উচ্চারণের ৰেত্রে তার দুর্বলতা দূর হবে এবং পরীৰায় সে ভালো করবে। তাই মৌটুসির বানান ও উচ্চারণের সমস্যা সমাধান করতে প্রশংসা নীতি অনুসরণ করতে হবে।

ঘ. মৌটুসির বানান ও উচ্চারণের সমস্যা সমাধানে শিৰকের মন্তব্য হলো মৌটুসির মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। তার এই মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ শিশু পরিচালনায় একটি গুরৰত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্বীকৃতি, স্নেহ, সাফল্য এই তিনটি মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা বিদ্যমান থাকে। এখানে স্বীকৃতি অর্থ শিশুটি যেভাবে আছে তাকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। তাই শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কোনো কিছু শিখানো ইত্যাদি যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তাছাড়া প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। তাই তার দুর্বল দিকগুলো উপেৰা করে যদি তার ভালো দিকগুলো তার সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে সে সফলতার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং পরিতৃপ্তি পায়। উদ্দীপকে মৌটুসির দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে তাকে বকাঝকা করায় সে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তার সাথে এরূ প আচরণ না করে যদি তার ভালো দিকগুলোর জন্য তাকে সাদরে গ্রহণ করা হতো, তাকে আদর করে বানান ও উচ্চারণ শেখানো হতো তাহলে তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ হতো, সে সুখী থাকত এবং এরূ প সমস্যা সৃষ্টি হতো না। তাই শিৰকের মন্তব্যটিই যথার্থ।

প্রশ্ন–১৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রোকন সাহেব ও ইকবাল সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন এবং একই এলাকায় থাকেন। তাদের উভয়ের একটি করে ছেলে আছে। রোকন সাহেব সর্বদা কাজের ফাঁকে ছেলেকে সময় দেন, তার সাথে নরম স্বরে কথা বলেন। এর ফলে তার ছেলের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ ঘটে। অপরদিকে ইকবাল সাহেব তার ছেলেকে সময তো দেনই না বরং দিন শেষে বাড়িতে এসে সবার সাথে রাগারাগি করেন। এর ফলে তার ছেলে মানসিকভাবে অনেক ভেঙে পড়ে। রোকন সাহেব একদিন ইকবাল সাহেবকে বললেন, শিশুর বিকাশের জন্য আদর্শ পরিবেশ দরকর। **[পাঠ : ৪]**

ক. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরিতে পদৰেপ কয়টি? ১
খ. শিশু পরিচালনার নীতি জানা প্রয়োজন কেন? ২
গ. রোকন সাহেব ও ইকবাল সাহেবের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি ফুটে ওঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রোকন সাহেবের দেওয়া পরামর্শটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শিশুর সাথে বন্ধন তৈরিতে পদৰেপ চারটি।

খ. সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে আচারণগত সমস্যাও তৈরি হতে পারে। তার বর্তমানের বিকাশ পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য শিশু পরিচালনার নীতি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গ. রোকন সাহেব ও ইকবাল সাহেবের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সন্তানার সাথে তাদের বন্ধনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। রোকন সাহেব তার সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেন। সর্বদা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছেলের সাথে থাকেন। তার সাথে নরম স্বরে কথা বলেন। এতে করে তার সন্তানের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিয় বিকাশ ঠিকমত ঘটছে। কারণ তার সন্তানের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিয় বিকাশে ঠিকমত ঘটছে। কারণ গবেষণা হতে দেখা যায়, বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। অপরদিকে ইকবাল সাহেব তার সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেন না এবং তার সাথে রাগারাগি করেন। এ ধরনের সম্পর্ক বন্ধন তৈরিতে সহায়ক নয় বরং শিশুর বিকাশের ৰেত্রে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এধরনের পরিবেশ প্রাপ্ত শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যপ্ত থাকে। উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায়, সন্তানের প্রতি ইকবাল সাহেবের তুলনায় রোকন সাহেব বেশ সচেতন এবং তার সাথে তার সন্তানের বন্ধন বেশ দৃঢ়।

ঘ. শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ। মা বাবা উভয়কে এই কাজে নিয়োজিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু উদ্দীপকে ইকবাল সাহেব তার সন্তানের ব্যাপারে বেশ উদাসীন। সে তার সন্তানকে সময় দেন না ও রাগারাগি করেন। ফলে তার ছেলে মানসিকভাবে অনেক

ভেঙে পড়ে। তা দেখে রোকন সাহেব ইকবাল সাহেবকে গৃহে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির পরামর্শ দেন। কারণ জন্মগ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা বাবা মায়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। গৃহের পরিবেশ যদি অনুকূল থাকে তবে তার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, দৰতা বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসকল শিশুদের পিতারা পর্যাপ্ত সময় দেয়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে সেকল শিশুর বিকাশ ইতিবাচক হয়। শিশুর মধ্যে আচরণগত সমস্যা কম হয়। তাই প্রতিটি বাবারই উচিত সন্তানের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করা। এজন্য শুধু সন্তানের সাথেই নয় স্বামী স্ত্রী উভয়ের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হওয়া উচিত। তাই ইকবাল সাহেবের প্রতি রোকন সাহেবের পরশটি আমি যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন–১৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শিমুর মা সব সময় আস্তে ও নরম স্বরে তার সাথে কথা বলেন এবং তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শিমুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরির জন্য তার ভালো কাজগুলোর প্রশংসা করেন। তার কাজের ৰমতা ও নিজ সম্পর্কে ভালো ধারণা দেন। তিনি ভুল কাজের জন্য তাকে শাস্তি না দিয়ে নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেন। **[পাঠ : ৩ ও ৪]**

ক. কলোস্ট্রাম কী? ১
খ. শিশু পরিচালনা নীতি সম্পর্কে লেখ। ২
গ. শিমুর মায়ের ভাব বিনিময়ের কৌশল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শিমুকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে তার মায়ের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মায়ের বুকের প্রথম দুধকে কলোস্ট্রোম বলে।

খ. শিশুদের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশে পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেভাবে আচরণ করতে শেখে। সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুকে মন মতো গড়ে তোলা যায়। তার সামর্থ বাড়ানো যায়। এজন্য যে সকল নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত সেগুলোকেই শিশু পরিচালনার নীতি বলে। যেমন: শিশুকে প্রশংসা করা, শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা ইত্যাদি।

গ. শিশুর সাথে কথা বলতে গেলে একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়। উদ্দীপকে মা শিমুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর নমনীয় রাখেন, আস্তে আস্তে কথা বলেন। জোরে ও কর্কশভাবে কথা বলা এড়িয়ে চলেন। কারণ এতে শিশু ভয় পায়। কথা বলার সময় তিনি শিমুর মনের ভাব বুঝতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলেন। তিনি একজন ভালো শ্রোতার মতো শিমুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। কথার মাঝে বাধা না দিয়ে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। কথায় ভুল হলে তা সংশোধন করে দেন। এক কথায় বলতে গেলে বন্ধুর মতো মা শিমুর সাথে ভাব বিনিময় করেন।

ঘ. শিশুর সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার। প্রশংসা শিশুদের ৰমতাকে বাড়ায়। সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। শিমুর মা তার ভালো কাজগুলোর জন্য তাকে প্রশংসা করেন। ভুল কাজের জন্য তাকে শাস্তি দেন না। কারণ শাস্তি আত্মবিশ্বাস কমায় ও শিশুকে ভীত করে। তাই তিনি শিমুকে কাজের প্রশংসা করেন ও কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ঐ নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেন। আচরণের খারাপ দিকটি বুঝিয়ে বলেন। কোনগুলো ভালো কাজ তা বলেন ও তার কী কী গুণ আছে তা বোঝাতে সাহায্য করেন। এতে শিমু ভালো কাজগুলো বার বার করতে আগ্রহী হয়। এভাবেই তিনি শিমুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলেন।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন–১৭ ▸ রোমানা শিকদার এই প্রথম মা হয়েছেন। তিনি তার সন্তানের যত্ন, পরিচর্যার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। তিনি তার ১ মাস বয়সী মেয়ে রিতুকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু দেন না। কারণ, তিনি জানেন মায়ের দুধ শিশুর সুস্থতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরবত্বপূর্ণ। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। শালদুধ শিশুর জন্য এন্টিবডি হিসেবে কাজ করে, শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরি করে। এভাবেই মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন প্রক্রিয়া শুরব হয়। **[পাঠ : ১]**

ক. ভাই–বোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর কোনটিকে বিঘ্নিত করে? ১
খ. বাবার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক সংকট প্রকট হয় কেন? ২
গ. রোমানা শিকদার কীভাবে তার সন্তানের রোগ প্রতিরোধ শক্তি তৈরি করেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত পদ্ধতি ছাড়াও রোমানা শিকদার তার সন্তানের সাথে আরও কী কী প্রক্রিয়ায় বন্ধন দৃঢ় করতে পারেন? বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১৮ ▸ মিথিলা তার ভাইয়ের সাথে মিলেমিশে থাকে ও স্নেহ করে। মিথিলার বাবা–মা কর্মজীবী। মিথিলার দাদা–দাদিও তাদের যথেষ্ট সময় দেন, গল্প করেন, অসুবিধার কথা শোনেন ও ভালোবাসেন। মিথিলারা দাদা–দাদির সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করে। **[পাঠ : ২ ও ৩]**

[বিএ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. প্রথম বছরগুলোতে শিশুর জন্যে গুরবত্বপূর্ণ কোনটি? ১
খ. শিশুর বিকাশ ৰতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ কী? ২
গ. মিথিলার সাথে তার ভাইয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিথিলার সাথে তার দাদা দাদির সম্পর্ক বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১৯ ▸ শিমুর বাবার চাকরির টাকায় তাদের সংসার ঠিকমতো চলে না। এ নিয়ে তার বাবা ও মায়ের মাঝে প্রায়ই ঝগড়া হয়। এসব কারণে তাদের সংসারে অশান্তি লেগে থাকে। শিমুর বড় ভাই শোভন পরিবারের অশান্তির কারণে বাইরের বন্ধুদের সাথে সময় কাটায়। শিমু ঠিকমতো লেখাপড়া করে। সে ভাইকে বোঝায়, কারণ সে জানে মা-বাবা ও ভাই সবাই পরিস্থিতির শিকার। **[পাঠ : ২ ও ৩]**

ক. পারিবারিক ভাঙনের অন্যতম কারণ কী? ১
খ. ভাই-বোনের কী ধরনের আচরণ শিশুর বিকাশে সহায়তা করে? ২
গ. পারিবারিক সমস্যা নিরসনে শিমুর করণীয় বিষয়গুলো পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'পারিবারিক বিপর্যয়ে আর্থিক সংকট মুখ্য'– উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন–২০ ▸ সাথির মা সব সময় সাথির সাথে খেলেন। এছাড়াও গান, ছড়া, গল্প বলেন। তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান। পারিবারিক কাজে

সাথিকে সাথে নেন। তার সামনে সব সময় ভালো আচরণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করা দরকার।' [পাঠ : ১ ও ৪]

ক. স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুর প্রধান কাজ কী? ১

খ. শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা নীতিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সাথির মা সাথিকে কীভাবে পর্যাপ্ত সময় দেন– ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাথির মায়ের উক্তিটি আলোচনা কর।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে কোনটি অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ?

উত্তর : শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার সাথে খেলা ও ভাব বিনিময় করা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ শালদুধ কী সমৃদ্ধ?

উত্তর : শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরৰামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ নিকোনিয়াম কী?

উত্তর : নিকোনিয়াম হলো শিশুর প্রথম মল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য কেমন পরিবেশ দরকার?

উত্তর : শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ দরকার।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা কান্না দিয়ে কী প্রকাশ করে?

উত্তর : ভাষা বিকাশের আগে শিশুরা কান্না দিয়ে তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ শিশুরা সাধারণত কোন কাজে মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে?

উত্তর : শিশুরা সাধারণত খাদ্য গ্রহণ ও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোন বয়সে শিশুরা মা–বাবার মনোযোগ পেতে বিশেষ চেষ্টা করে?

উত্তর : ৭ / ৮ মাস বয়সে শিশুরা মা–বাবার মনোযোগ পেতে বিশেষ চেষ্টা করে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ শিশুরা কাদের অনুসরণ করে ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে?

উত্তর : শিশুরা বড় ভাই–বোনদের অনুসরণ করে ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কিসের ভিত্তিতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে?

উত্তর : শিশুর চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পরিবার কিরূ প সংগঠন?

উত্তর : পরিবার এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী–স্ত্রী এক সাথে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশিরভাগ ৰেত্রে পারিবারটির প্রধান সমস্যা কী হয়?

উত্তর : পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশিরভাগ ৰেত্রে পরিবারটির প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ অনেক শিশুবিজ্ঞানী জন্মের মুহূর্তে শিশুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর : অনেক শিশুবিজ্ঞানী জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ শিশুদের কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের কী করতে হয়?

উত্তর : শিশুদের কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ শিশু পরিচালনার অন্যতম দিক কোনটি?

উত্তর : শিশু পরিচালনার অন্যতম দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কিসের চাহিদা থাকে?

উত্তর : প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ শিশুর মনোস্তাতিক চাহিদাকে বাংলায় কী দিয়ে বোঝানো হয়?

উত্তর : শিশুর মনোস্তাতিক চাহিদাকে বাংলায় সুখের ৩টি 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ প্রত্যেক শিশু কী চায়?

উত্তর : প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়।

◘ অনুধাবনমূলক ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শিশুকে চারাগাছের সাথে তুলনা করা যায় কেন?

উত্তর : বীজ থেকে যখন চারাগাছটি হয় তখন তা বেশ দুর্বল থাকে। এ সময়ে যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার ওপর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে। ঠিক তেমনি মানবশিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। আর সেজন্যই শিশুকে চারাগাছের সাথে তুলনা করা যায়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কীভাবে মানব শিশুর জীবনের ভিত্তি রচিত হয়?

উত্তর : জন্ম থেকে শুরব করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ৰেত্রে মূলভিত্তি রচিত হয়। এ সময়ে দ্রবত গতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দৰতা অর্জনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির পদৰেপসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মা ও শিশুর মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও কয়েকদিনের সান্নিধ্য উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে যা স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। শিশুর সাথে এ বন্ধন তৈরির পদৰেপসমূহ নিম্নরূ প :

১. শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া।
২. শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া।
৩. শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো।
৪. শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ শালদুধ বা কলোস্ট্রাম শিশুর জন্য গুরবত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : প্রত্যেক শিশুর জন্য শালদুধ বা কলোস্ট্রাম খুবই উপকারী ও পুষ্টিকর। এতে এমন কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান রয়েছে, যা শিশুকে বিভিন্ন রকম সংক্রামক রোগের আক্রমণ থেকে রৰা করে। নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্য কলোস্ট্রাম বা শালদুধ অধিক গুরবত্বপূর্ণ। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপিত করে। তাই

শালদুধ বা কলোস্ট্রাম শিশুর জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ খাদ্য এবং এই দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কীভাবে বাবা স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করতে পারেন?

উত্তর : শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের বাবার ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। তিনি নিম্নোক্ত ভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করতে পারেন–

১. মায়ের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করে।
২. মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।
৩. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সহায়তা করে এবং পরিবারে বড় শিশুটির যত্ন নিতে মাকে সাহায্য করে।
৪. দুগ্ধদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ শিশুর মনে কীভাবে হতাশার জন্ম নেয়?

উত্তর : শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা না হলে কিংবা শিশু কোনো কারণে আরাম না পেলে তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। তাছাড়া মা–বাবার আদর, যত্ন, স্নেহ–ভালোবাসার অভাবেও শিশুর মধ্যে অনাস্থা দেখা দেয়। এ অনাস্থা থেকে সে নিরাপত্তার অভাববোধ করে। আর এভাবে শিশুর মনে হতাশার জন্ম দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরবরি কেন?

উত্তর : দিনের বেলার মতো রাতেও শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। রাতে মা–বাবার শিশুকে ঘুম পারিয়ে দেওয়া এই চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এছাড়াও রাতে শিশুর আশেপাশে মা–বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। তাই জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো জরবরি।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ "বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে।" ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিশুর লালন–পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরবত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনও কখনও শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন–পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন, সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাই গবেষকরা বলেছেন, বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কীভাবে ভাই–বোনের পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে?

উত্তর : ভাই–বোনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মধারণাকে প্রসারিত করে। ভাই–বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, শিশুর নিজের প্রতি সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাই–বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায় আবার ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সুতরাং মা–বাবার পাশাপাশি পরিবারে ভাই–বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ পরিবারের ভাঙনের ফলে শিশুদের কী ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হয়?

উত্তর : পারিবারিক ভাঙনের ফলে ছেলেমেয়েদের মনে হতাশা, দ্বন্দ্ব, পড়াশোনার মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারে ছোট শিশু থাকলে তাকে যদি বাবার কাছে থাকতে হয়, তবে মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এতে তার বিকাশে মারাত্মক প্রভাব পড়ে, একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে, স্কুলগামী শিশুরা বন্ধুবান্ধবদের বিরূ প মন্তব্যে মানসিকভাবে আঘাত পায়। তাছাড়া মানসিক কষ্টগুলো অনেক সময় শারীরিক কষ্ট রূ পে প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ শিশু পরিচালনার নীতির গুরবত্ব লেখ।

উত্তর : শিশুরা হচ্ছে অনুকরণ প্রিয়। তারা যা দেখে, তা–ই করার চেষ্টা করে। সঠিক পরিচালনার নীতি অনুসরণ করে শিশুটিকে গড়ে তোলা যায়, শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। শিশু পরিচালনা করার সময় উলেরখযোগ্য কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে হবে, তা হলো শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন করতে হবে, শিশুকে তার কাজের জন্য প্রশংসা করতে হবে, শিশুকে শাস্তি না দেওয়া এবং শিশুর কোনো কাজের নেতিবাচক মন্তব্য না করা, শিশুর সাথে ভাব বিনিময় করা, শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।